মৃত ব্যক্তির গোসল ও কাফন, নিয়্যত, ফযীলত,
মাসয়ালা ও অন্যান্য বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণী পুস্তিকা

মৃত ব্যক্তির গোসল ও কাফন পরিধান করানোর পদ্ধতি

(হানাফী)

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

মৃত ব্যক্তির গোসল ও কাফন, নিয়্যত, ফযীলত, মাসয়ালা ও অন্যান্য বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণী পুস্তিকা

মৃত ব্যক্তির গোসল ও কাফন পরিধান করানোর পদ্ধতি

উপস্থাপনায়ঃ

কাফন ও দাফন বিভাগ (দা'ওয়াতে ইসলামী)

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

Islamic Research Center

প্রকাশনায়ঃ

মাকতাবাতুল মদীনা

www.dawateislami.net

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَارَسُوۡلَ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ يَا حَبِيۡبَ الله

কিতাবের নাম: মৃত ব্যক্তির গোসল ও কাফন পরিধান করানোর পদ্ধতি

উপস্থাপনায়: কাফন ও দাফন বিভাগ (দা'ওয়াতে ইসলামী)
আল মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic **R**esearch **C**enter

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুল মদীনা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা।
মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E.mail- ilmia@dawateislami.net
www.dawateislami.net

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই পুস্তিকাটি ছাপানোর অনুমতি নেই

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

দরূদ শরীফের ফযীলত

শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **বয়ানাতে আত্তারীয়া (প্রথম অংশ)** এর ৬২ পৃষ্ঠায় দরূদে পাকের ফযীলত বয়ান করতে গিয়ে "আল কউলুল বদী" কিতাব থেকে বর্ণনা করেন:

নূরানী চেহারায় আনন্দের চিহ্ন

হযরত সায়্যিদুনা সাহাল বিন সা'দ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত; একদিন **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বাইরে তশরীফ আনলেন, এ অবস্থায় হযরত সায়্যিদুনা আবু তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ অগ্রসর হয়ে আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**!** আমার মা-বাবা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোক, আজকে চেহারা মোবারকের উপর আনন্দের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে"। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অবশ্যই, এখন জিবরাইল (عَلَیْہِ السَّلَام) আমার কাছে এসেছিলেন আর তিনি বললেন: হে মুহাম্মদ! যে (ব্যক্তি) আপনার উপর একবার দরূদে পাক পাঠ করলো **আল্লাহ পাক** তার আমল নামায় দশটি নেকী লিখে দিবেন আর দশটি গুনাহ মুছে দিবেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন।" **(আল কউলুল বদী, ১০৭ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

তাযহীয ও তাকফীন দ্বারা উদ্দেশ্য কী?[১]

তাযহীয এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে: প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের ব্যবস্থা করা এবং তাকফীন এর অর্থ হচ্ছে: কাফন দেওয়া। মৃত্যুর পর মানুষকে যে পোষাক পরিধান করানো হয় তাকে কাফন বলে এবং তাযহীয ও তাকফীন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মৃত্যু থেকে দাফন পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির জন্য যে বিষয়াবলীর প্রয়োজন হয়ে থাকে ঐ সমস্ত বিষয় সম্পন্ন করা। এতে মৃতের গোসল, কাফন, জানাযার নামায, কবর খনন করা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত।

শরয়ী হুকুম

মুসলমানদের কাফন ও দাফন ফরযে কিফায়া।

ফরযে কিফায়া

ফরযে কিফায়া হলো, যা আদায় করা প্রত্যেকের উপর আবশ্যক নয় বরং যারা যারা জেনেছে, তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক আদায় করে নিলো তবে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে এবং যদি এর মধ্যে যারা সংবাদ পেয়েছে, তাদের মধ্যে থেকে একজনও আদায় না করে তবে সবাই গুনাহগার হবে। **(ওয়াকারুল ফতোয়া, কিতাবুস সালাত, ২/৫৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাফন ও দাফনে অংশগ্রহণ করা সৌভাগ্য ও প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম। হাদীস শরীফে এর অসাধারণ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি..

(১).... এই পুস্তিকা সকল বিষয়বস্তু মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত "কাফন ও দাফনের পদ্ধতি" কিতাব থেকে সংকলন করা হয়েছ। (আল মদীনাতুল ইলমিয়া)

www.dawateislami.net

কাফন ও দাফনের অসাধারণ ফযীলত

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم হতে বর্ণিত, **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে, কাফনের কাপড় পরিধান করাবে, সুগন্ধ লাগাবে, জানাযা কাধে উঠাবে, নামায আদায় করবে এবং যে ত্রুটি দৃষ্টিগোছর হয়েছে তা গোপন রাখবে; সে গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যাবে, যেরূপ সে জন্মের দিন ছিলো।

(ইবনে মাযাহ, কিতাবুল জানাইয, বাবু মা'জা ফি গোসলে মাইয়্যাত, ২/২০১, হাদীস নং- ১৪৬২)

سُبْحٰنَ اللّٰه কি চমৎকার ফযীলত। কাফন-দাফন সম্পাদনকারীদের তো ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে যায়, সুতরাং যখনই কোন মুসলমানের ইন্তিকালের সংবাদ আসে এবং সম্ভব হলে তবে ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে কাফন ও দাফনে অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه হতে বর্ণিত: **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুওয়ত, প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিলো, সে তার গুনাহ হতে এমনভাবে পুতঃপবিত্র হয়ে যাবে, যেমনটি সে ঐদিন ছিল, যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলো। **(মুজামুল আওসাত লিত তাবরানী, ৬/৪২৯, হাদীস নং- ৯২৯২)**

এবার মৃত ব্যক্তির গোসলের পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হবে, তবে প্রথমে কিছু নিয়্যত করে নিন।

www.dawateislami.net

মৃত ব্যক্তির গোসলের বিভিন্ন নিয়্যত

❁ **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতের সাওয়াবের জন্য মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিবো। ❁ ফরযে কিফায়া আদায় করবো। ❁ যথাসম্ভব অযু অবস্থায় থাকবো। ❁ প্রয়োজনে গোসলের পূর্বে সাহায্যকারীকে গোসলের পদ্ধতি এবং সুন্নাত সমূহ জানিয়ে দিবো। ❁ মৃত ব্যক্তির সতর ঢাকার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিবো। ❁ শরীরের অঙ্গ নাড়ানোর সময় নম্রতা এবং ধীরে নড়াচড়া করাব। ❁ পানির অপচয় থেকে বেঁচে থাকবো। ❁ মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব দেখে শিক্ষা গ্রহণ করার চেষ্টা করবো। ❁ সমস্যার সম্মুখীন হলে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত হতে শরয়ী দিক নির্দেশনা অর্জন করবো। ❁ **আল্লাহ** না করুক মৃত ব্যক্তির চেহারা কালো হয়ে গেলে বা অন্য কোনো পরিবর্তন হয়ে গেলে শরয়ী হুকুম অনুযায়ী তা গোপন রাখবো এবং সাহায্যকারীকেও গোপন রাখার পরামর্শ দিবো। ❁ ভালো নিদর্শন প্রকাশ পেলে (যেমন; সুগন্ধ আসা, চেহারায় মুচকি হাসি পরিলক্ষিত হওয়া ইত্যাদি) তখন তা অপরকেও বলবো।

মৃতের গোসলের পদ্ধতি

আগরবাতি বা লোবান জালিয়ে তিন বা পাঁচ অথবা সাতবার গোসলের খাটে ধোঁয়া দিন অর্থাৎ ততবার খাটের চারপাশে ঘুরান, খাটের উপর মৃত ব্যক্তিকে এমনভাবে শোয়ান, যেমনিভাবে কবরে শোয়ানো হয়, নাভী থেকে হাটুসহ কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখুন, (আজকাল গোসলের সময় সাদা কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখা হয়, আর এতে পানি ঢালার ফলে সতর ভেসে উঠে, তাই খয়েরী বা গাঢ় রঙ্গের এত মোটা কাপড় ব্যবহার করুন যে, যেনো পানি ঢালার পরও সতর ভেসে না উঠে, কাপড়কে ডাবল করে দিলে অধিক উত্তম) সতর্কতার সহিত পর্দার প্রতি সজাগ থেকে ও নম্রভাবে পরিধানের কাপড় খুলে নিন। এবার

www.dawateislami.net

গোসল প্রদানকারী নিজের হাতে একটি কাপড় জড়িয়ে প্রথমে তাকে উভয় দিকে ইস্তিন্জা করান (অর্থাৎ পানি দ্বারা শৌচ কর্ম করান), অতঃপর নামাযের মতো অযু করান অর্থাৎ মুখমন্ডল অতঃপর কনুইসহ উভয় হাত তিনবার করে ধৌত করুন, অতঃপর মাথা মাসেহ করুন, তারপর তিনবার করে উভয় পা ধৌত করুন, মৃত ব্যক্তিকে অযু করানোর সময় প্রথমে হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা, কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার নিয়ম নেই, তবে কোন কাপড় বা রুইয়ের পুটলি ভিজিয়ে তা দ্বারা দাঁত, মাঁড়ি, ঠোঁট ও নাকের ছিদ্র মুছে দিন। অতঃপর মাথার চুল বা দাঁড়ি, থাকলে তা ধুইয়ে দিন, সাবান বা শ্যাম্পু ব্যবহার করতে পারেন। অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে বাম পার্শ্বে কাত করে কুল গাছের পাতা দিয়ে সিদ্ধ করা পানি (যা এখন মৃদু গরম আছে) আর যদি কুল গাছের পাতা না থাকে তাহলে সাধারণ সামান্য গরম পানি মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রবাহিত করুন যেনো পানি তক্তা পর্যন্ত পৌছে যায়, অতঃপর ডান পার্শ্বে কাত করে অনুরূপভাবে পানি ঢালুন, তারপর হেলান দিয়ে বসান এবং ধীরে ধীরে নিচের দিকে পেঠের নিচের অংশে মালিশ করুন এবং পেট হতে কিছু বের হলে তা ধুইয়ে ফেলুন। এমতাবস্থায় পূনরায় অযু ও গোসল করানোর প্রয়োজন নেই, পরিশেষে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাপুরের পানি ঢেলে দিন, অতঃপর কোন পবিত্র কাপড় দ্বারা তার শরীর ধীরে ধীরে মুছে দিন। সমস্ত শরীরে একবার পানি প্রবাহিত করা ফরয আর তিনবার প্রবাহিত করা সুন্নাত, মৃতের গোসলদানে অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত করবেন না, আখিরাতে এক এক বিন্দুর হিসাব দিতে হবে, একথা মনে রাখবেন।[১] (মাদানী অসিয়ত নামা, ১২ পৃষ্ঠা)

(১) পানি অপচয় এবং ব্যবহৃত পানি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **এর রিসালা "অযুর পদ্ধতি" পাঠ করুন।**

www.dawateislami.net

মৃত ইসলামী বোনদের গোসলের পদ্ধতি

গোসল ও কাফনের জন্য এই জিনিসগুলো ব্যবস্থা করে নিন।

(১) গোসলের খাট (২) আগরবাতী (৩) দিয়াশলাই (৪) দু'টি মোটা চাদর (খয়েরী হলে উত্তম) (৫) তুলা (৬) বড় রুমালের মতো ২টি কাপড়ের টুকরো (ইস্তিনজা ইত্যাদির জন্য) (৭) ২টি বালতি (৮) ২টি মগ (৯) সাবান (১০) কুল গাছের পাতা (১১) ২টি তোয়ালে (১২) কাফনের কাপড় ব্যতিত সেলাইবিহীন প্রশস্থ কাপড় (১৩) কাঁচি (১৪) সুঁই সুতা (১৫) কাপুর (১৬) সুগন্ধী।

আগরবাতি বা লোবান জালিয়ে তিন বা পাঁচ অথবা সাতবার গোসলের খাটে ধোঁয়া দিন অর্থাৎ ততবার খাটের চারপাশে ঘুরান, খাটের উপর মৃত ব্যক্তিকে এমনভাবে শোয়ান, যেমনিভাবে কবরে শোয়ানো হয়, বুক থেকে হাটুসহ কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখুন, (আজকাল গোসলের সময় সাদা কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখা হয়, আর এতে পানি ঢালার ফলে সতর ভেসে উঠে, তাই খয়েরী বা গাঢ় রঙ্গের এত মোটা কাপড় ব্যবহার করুন যে, যেনো পানি ঢালার পরও সতর ভেসে না উঠে, কাপড়কে ডাবল করে দিলে অধিক উত্তম) সতর্কতার সহিত পর্দার প্রতি সজাগ থেকে ও নম্রভাবে পরিধানের কাপড় খুলে নিন। অনুরূপভাবে নাকফুল, কানের দুল এবং এরূপ অন্যান্য অলঙ্কার থাকে তাও নম্রভাবে খুলে নিন, এবার গোসল প্রদানকারী নিজের হাতে একটি কাপড় জড়িয়ে প্রথমে তাকে উভয় দিকে ইস্তিন্জা করান (অর্থাৎ পানি দ্বারা শৌচ কর্ম করান), অতঃপর নামাযের মতো অযু করান অর্থাৎ মুখমন্ডল অতঃপর কনুইসহ উভয় হাত তিনবার করে ধৌত করুন, অতঃপর মাথা মাসেহ করুন, তারপর তিনবার করে উভয় পা ধৌত করুন, মৃত ব্যক্তিকে অযু করানোর সময় প্রথমে হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা, কুলি করা ও নাকে

www.dawateislami.net

পানি দেয়ার নিয়ম নেই, তবে কোন কাপড় বা রুইয়ের পুটলি ভিজিয়ে তা দ্বারা দাঁত, মাঁড়ি, ঠোঁট ও নাকের ছিদ্র মুছে দিন। অতঃপর মাথার চুল ধুইয়ে দিন, সাবান বা শ্যাম্পু ব্যবহার করতে পারেন (কিন্তু সাবান বা শ্যাম্পু বেশি ব্যবহার করার কারণে চুল জড় হয়ে যায়, এই জন্য কুল গাছের পাতা দ্বারা সিদ্ধ পানি ব্যবহার করাই যথেষ্ট)। অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে বাম পার্শ্বে কাত করে কুল গাছের পাতা দিয়ে সিদ্ধ করা পানি (যা এখন সামান্য গরম আছে) আর তা হলে সাধারণ সামান্য গরম পানি মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রবাহিত করুন যেনো পানি খাট পর্যন্ত পৌছে যায়, অতঃপর ডান পার্শ্বে কাত করে অনুরূপভাবে পানি ঢালুন, তারপর হেলান দিয়ে বসান এবং ধীরে ধীরে নিচের দিকে পেটের নিচের অংশে মালিশ করুন এবং পেট হতে কিছু বের হলে তা ধুইয়ে ফেলুন। এমতাবস্থায় পূনরায় অযু ও গোসল করানোর প্রয়োজন নেই, পরিশেষে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাপুরের পানি ঢেলে দিন, অতঃপর কোন পবিত্র কাপড় দ্বারা তার শরীর ধীরে ধীরে মুছে দিন। সমস্ত শরীরে একবার পানি প্রবাহিত করা ফরয আর তিনবার প্রবাহিত করা সুন্নাত, মৃতের গোসলদানে অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত করবেন না, আখিরাতে এক এক বিন্দুর হিসাব দিতে হবে, একথা মনে রাখবেন।

(মাদানী অসিয়ত নামা, ১২ পৃষ্ঠা)

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার মাদানী ফুল

❁ মৃত ব্যক্তির গোসল ও কাফন এবং দাফনে তাড়াতাড়ি করা উচিত, কেননা হাদীসে পাকে এ ব্যাপারে অনেক জোর দেয়া হয়েছে। **(জাওহারাতুন নাইয়ারা, কিতাবুস সালাত, বাবুল জানায়িয, ১৩১ পৃষ্ঠা)** প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যথাসম্ভব কাফন-দাফনের ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি করুন, বিনা প্রয়োজনে দেরী করা

www.dawateislami.net

কঠোর নাজায়িয। কেননা এর ফলে মৃত ব্যক্তির পেট ফুলা, ফেটে যাওয়া এবং তার মর্যাদাহানির আশংকা রয়েছে। (মিরআতুল মানাযিহ, ২/৪৪৭)

❁ সারা শরীরে একবার পানি প্রবাহিত করা ফরয এবং তিনবার সুন্নাত, যেখানে গোসল দেওয়া হবে মুস্তাহাব হলো, পর্দা করে নেয়া, যেনো গোসল প্রদানকারী এবং সাহায্যকারী ছাড়া অন্যরা না দেখে, গোসল দেয়ার সময় এমনভাবে শোয়ান, যেমনিভাবে কবরে রাখা হয় বা কিবলার দিকে পা রেখে কিংবা যেভাবে সহজ হয় সেভাবে করুন।

(আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৫৮)

গোসল প্রদানকারীদের জন্য মাদানী ফুল

❁ গোসল প্রদানকারী যেনো পবিত্র হয়। যদি যুনুবি ব্যক্তি (যার উপর গোসল ফরয হয়েছে) গোসল দিয়ে থাকে, তাহলে মাকরূহ, তবে গোসল হয়ে যাবে। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৫৯)

❁ যদি অযু বিহীন ব্যক্তি গোসল দেয়, তবে মাকরূহ হবে না।

(আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৫৯)

❁ উত্তম হচ্ছে যে, গোসল প্রদানকারী মৃত ব্যক্তির সবচেয়ে নিকটাত্মীয় হওয়া, যদি না থাকে বা গোসল দিতে না জানে তবে অন্য কোন মানুষ দিবে, যে বিশ্বস্ত এবং পরহেযগার। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৫৯)

❁ গোসল প্রদানকারীর পাশে সুগন্ধি প্রজ্জ্বলিত করা মুস্তাহাব, কেননা যদি মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে দুর্গন্ধ আসে, তবে সে যেনো তা বুঝতে না পারে, অন্যথায় সে বিচলিত হয়ে যাবে, তাছাড়া তার উচিত, প্রয়োজন অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির অঙ্গ প্রতঙ্গের দিকে তাকাবে, বিনা প্রয়োজনে কোন অঙ্গের দিকে তাকাবে না, কেননা হয়তো তার শরীরে ত্রুটি রয়েছে, যা সে গোপন রেখেছিলো। (জাওহারাতুন নাইয়ারা, ১৩১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

❁ পুরুষকে পুরুষ গোসল দিন এবং মহিলাকে মহিলা, মৃত ব্যক্তি যদি ছোট ছেলে হয় তবে তাকে মহিলাও গোসল দিতে পারবে এবং ছোট মেয়েকে পুরুষও দিতে পারবে। (ছোট দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যৌন উত্তেজনার গন্ডি পর্যন্ত না পৌঁছলে) **(আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৬০)**

❁ মৃতকে গোসল দেয়ার পর গোসল প্রদানকারীর গোসল করা মুস্তাহাব। **(দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)**

কাফন পরিধান করানোর ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরিধান করানো সাওয়াবের কাজ এবং অনেক হাদীসে মোবারাকায় কাফন পরানো ব্যক্তিদের জন্য জান্নাতী পোশাক এবং সুন্দর রেশমী পোশাক এর সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, যেমনিভাবে একটি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন:

জান্নাতী পোশাক

হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরিধান করালো তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে সুন্দুসের পোশাক (জান্নাতের অতিব সুন্দর রেশমী পোশাক) পরিধান করাবেন।

(মু'জামুল কবীর লিত তাবরানী, ৮/২৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮০৭৮)

শিশুদেরকে কিরূপ কাফন দিবে

যে নাবালিগ প্রাপ্ত বয়সের সীমায় পৌঁছেছে, তার উপর প্রাপ্ত বয়স্কের হুকুম প্রযোজ্য হবে, অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য যতোগুলো কাফনের কাপড় দেয়া হয়, তাকেও ততগুলো দিবে এবং এর চেয়ে ছোট

www.dawateislami.net

ছেলের জন্য ১টি কাপড় (ইযার) এবং ছোট মেয়ের জন্য দু'টি কাপড় (লিফাফা ও ইযার) দিবে আর ছোট ছেলেকেও দু'টি কাপড় (লিফাফা এবং ইযার) দেয়া হলে ভালো আর উত্তম হলো যে, উভয়কেই পরিপূর্ণ কাফন দেয়া, যদিও এক দিনের বাচ্চা হোক না কেন।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১১৭)

কাফনের বিস্তারিত বিবরণ

(১) লিফাফা: অর্থাৎ চাদর, মৃত ব্যক্তির দৈর্ঘ্য থেকে এতটুকু পরিমাণ বড় হতে হবে, যাতে উভয় প্রান্তে বাধা যায়।

(২) ইযার: (অর্থাৎ তেহবন্দ) মাথার উপর থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত অর্থাৎ লিফাফা হতে এতটুকু পরিমাণ ছোট যা বাধার জন্য অতিরিক্ত রাখা হয়েছিলো।

(৩) কামীস: (অর্থাৎ জামা) গর্দান থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত এবং সামনে ও পিছনে উভয়দিকে সমান হবে। এতে বুক ফারা ও আস্তিন থাকবেনা। পুরুষদের কামীস কাঁধের দিকে আর মহিলাদের কামীস বুকের দিকে ছিড়বে।

(৪) সীনাবন্দ: স্তন থেকে নাভী পর্যন্ত হবে এবং উত্তম হচ্ছে যে, রান পর্যন্ত হওয়া।

(৫) উড়না: তিন হাত হতে হবে অর্থাৎ দেড় গজ।

(মাদানী অসিয়ত নামা, ১১পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮১৮)

সাধারণত তৈরিকৃত কাফন কিনে নেয়া হয়, এতে মৃতের দেহ অনুযায়ী সুন্নাত সম্মত সাইজ নাও হতে পারে, এটাও হতে পারে, এতলম্বা হয়ে গেলো যে, অপচয়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়, তাই সতর্কতা এতেই যে, থান থেকে প্রয়োজনিয় কাপড় কেটে নেয়া। **(মাদানী অসিয়ত নামা, ১১ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

কাফন পরিধান করানোর বিভিন্ন নিয়্যত

❋ **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতের সাওয়াব অর্জনের জন্য মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরিধান করাবো। ❋ ফরযে কিফায়া আদায় করবো। ❋ প্রয়োজনে কাফন পরিধানের পূর্বে সাহায্যকারীদেরকে কাফন পরিধান করানোর পদ্ধতি ও সুন্নাত সম্পর্কে অবহিত করবো। ❋ গোসলের খাট থেকে কাফনের জন্য রাখা অবস্থায় অতিব সতর্কতা এবং নম্র আচরণ করবো আর ঐ সময় সতর ঢাকার ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখবো। ❋ মৃতের কপালে শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখে দিবো। ❋ অনুরূপভাবে বুকের উপর لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লিখে দিবো। ❋ আতর বা সুগন্ধ লাগাবো। ❋ মদীনা শরীফের পানি এবং যমযমের পানি পাওয়া গেলে কাফন ও চেহারায় ছিটিয়ে দিবো। ❋ কবরে কিবলার দিকে তাক বানিয়ে শাজারা শরীফ, আহাদ নামা ইত্যাদি রাখবো।

পুরুষকে কাফন পরিধান করানোর পদ্ধতি

কাফনে তিন বা পাঁচ অথবা সাতবার ধোঁয়া দিন। অতঃপর এমনভাবে বিছাবেন, যেনো প্রথমে লিফাফা অর্থাৎ বড় চাদর এর উপর তাহবন্দ এবং এর উপর কামীস রাখুন। এবার মৃত ব্যক্তিকে এর উপর শয়ন করান এবং কামীস পড়ান, অতঃপর দাড়িতে (না থাকলে চিবুকে) ও সমস্ত শরীরে সুগন্ধি মালিশ করুন, ঐসকল অঙ্গ যা দ্বারা সিজদা করা হয় অর্থাৎ কপাল, নাক, হাত, হাঁটু ও পায়ে কাপুর লাগান। অতঃপর তাহবন্দ প্রথমে বাম দিক থেকে তারপর ডান দিকে থেকে জড়িয়ে নিন। অবশেষে

www.dawateislami.net

লিফাফাও এরূপ প্রথমে বাম দিক থেকে তারপর ডান দিক থেকে জড়িয়ে নিন যেনো ডান অংশ উপরে থাকে। মাথা ও পায়ের দিকে বেঁধে দিন।

(মাদানী অসীয়ত নামা, ১৩ পৃষ্ঠা)

মহিলাদের কাফন পরিধান করানোর পদ্ধতি

কাফনে তিন বা পাঁচ অথবা সাতবার ধোঁয়া দিন। অতঃপর এমনভাবে বিছাবেন, যেনো প্রথমে লিফাফা অর্থাৎ বড় চাদর এর উপর তাহবন্দ এবং এর উপর কামীস রাখুন। অতঃপর মৃতাকে এর উপর শয়ন করান এবং কামীস পড়ান, এবার তার চুলকে দুই ভাগ করে কামীসের উপর বুকের উপর রেখে দিন এবং ওড়নাকে অর্ধেক পিঠের নিচে বিছিয়ে তা মাথার উপর দিয়ে এনে মুখের উপর নিকাবের মতো করে দিন, যেনো বুকের উপর থাকে। এর দৈর্ঘ্য অর্ধ পিঠ এ নিচে পর্যন্ত এবং প্রস্থ এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত হবে। অনেকে ওড়না এমনভাবে পড়ায়, যেমনিভাবে মহিলারা জীবদ্দশায় মাথায় পরিধান করতো, এটা সুন্নাতের পরিপন্থি। এবার সমস্ত শরীরে সুগন্ধি লাগান, ঐসকল অঙ্গ যা দ্বারা সিজদা করা হয় অর্থাৎ কপাল, নাক, হাটু ও পায়ে কাফুর লাগান (সতরের স্থান দেখাও যাবে না, কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়া স্পর্শ করাও যাবে না)। অতঃপর তাহবন্দ প্রথমে বাম দিক থেকে তারপর ডান দিক থেকে জড়ান। অবশেষে লিফাফাও এভাবেই প্রথমে বাম দিক থেকে তারপর ডান দিক থেকে জড়ান যেনো ডান পাশ উপরে থাকে। মাথা ও পায়ের দিকে বেঁধে দিন। অবশেষে সীনাবন্দ স্তনের উপরিভাগ থেকে রান পর্যন্ত এনে কোন রশি দ্বারা বেঁধে দিন। (আজকাল মহিলাদের কাফনেও লিফাফাই সবশেষে দেয়া হয়, তবে যদি কামীসের পর সীনাবন্দ রাখা হয় তবুও কোন সমস্যা নেই, কিন্তু উত্তম হলো সীনাবন্দ সবার শেষে দেয়া) **(মাদানী অসিয়ত নামা, ১৩ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

কাফন কিরূপ হওয়া উচিত

❋ কাফন উত্তম হওয়া উচিত অর্থাৎ পুরুষেরা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এবং জুমার জন্য যেরূপ কাপড় পরিধান করতো এবং মহিলারা বাপের বাড়ী যাওয়ার জন্য যেরূপ কাপড় পরিধান করে সেরূপ মূল্যবান হওয়া উচিত। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: মৃতদেরকে ভালো কাফন দাও, কেননা তারা পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং উত্তম কাফনে সে গর্ব করে অর্থাৎ খুশি হয়।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১১২)

❋ সাদা কাফন উত্তম, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মৃতদেরকে সাদা কাপড়ের কাফন পরিধান করাও।

(তিরমিযী, কিতাবুজ জানায়িয, ২/৩০১, হাদীস নং- ৯৯৬)

❋ পুরাতন কাপড় দ্বারাও কাফন দেয়া যাবে, কিন্তু পুরাতন হলে তা যেনো ধৌত করা হয়, কেননা কাফন পরিষ্কার হওয়া অধিক প্রিয়।

(জাওহারাতুন নাইয়ারা, কিতাবুস সালাত, বাবল জানায়িয, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

❋ যদি কাফন যমযমের পানি বা মদীনার পানি দ্বারা বরং উভয়টি দ্বারা সিক্ত হয় তবে তো সৌভাগ্যের ব্যাপার। **(মাদানী অসিয়ত নামা, ৪ পৃষ্ঠা)**

বিভিন্ন মাদানী ফুল

❋ মৃতের উভয় হাত শরীরের পার্শ্বে সোজা করে রাখুন, বুকের উপর রাখবেন না, কেননা তা কাফেরদের পদ্ধতি। **(দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১০৫ পৃষ্ঠা)** অনেক জায়গায় নাভীর নিচে এভাবে রাখে, যেভাবে নামাযে দাঁড়ানো (কিয়াম) অবস্থায় করে, এটাও করবেন না। **(বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮১৬ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

❋ মৃত ব্যক্তি যদি কোন সম্পদ রেখে যায়, তবে কাফন ঐ সম্পদ থেকে হওয়া চাই। **(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১১৪)**

❋ কেউ অসিয়ত করলো যে, তাকে কাফনে দুটি কাপড় দেয়ার জন্য, তাহলে এই অসিয়ত প্রয়োগ করবেন না, তিনটি কাপড়ই দিন আর যদি এই অসিয়ত করে যে, হাজার টাকার কাফন দিবে তাহলে এটাও করা যাবে না, তবে মধ্যম মানের দিতে হবে। **(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১১২)**

❋ ওলামা ও মাশায়েখকে পাগড়ি সহকারে দাফন করা যাবে, সাধারণ মানুষকে পাগড়ি সহকারে দাফন করা নিষেধ।

(দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১১২)

❋ মৃত ব্যক্তির গোসলের পর কাফনের কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকার পূর্বে কপালের উপর শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখে দিন। **(মাদানী অসিয়ত নামা, ৪ পৃষ্ঠা)**

❋ অনুরূপভাবে বুকে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লিখে দিন। **(মাদানী অসিয়ত নামা, ৫ পৃষ্ঠা)**

❋ কলবের (হৃদয়) উপর يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লিখে দিন।

(মাদানী অসিয়ত নামা, ৫ পৃষ্ঠা)

❋ নাভী ও বুকের মধ্যখানে কাফনের উপর يَا غوثِ اعظم دستگیر رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ, يَا امام ابوحَنِيْفَه رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ, يَا امام اَحْمَد رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ, يَا شيخ ضياءُ الدّين رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে লিখুন। **(মাদানী অসিয়ত নামা, ৫ পৃষ্ঠা)** আপন পীর মুর্শিদের নামও লিখতে পারেন। যেমন; يَا عَطَّار

❋ নাভীর উপর থেকে সতর পর্যন্ত সমস্ত কাফনে (নিতম্ব ছাড়া) "মদীনা মদীনা" (আরবীতে) লিখে দিন। মনে রাখবেন! এসব কিছু কালি

www.dawateislami.net

দিয়ে নয়, শুধু শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে লিখবেন আর যদি কোন সৈয়্যদ সাহেব বা আলেমে দ্বীন লিখে দেন তবে তো সৌভাগ্যই।

❋ দুই চোখের উপর মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর খেজুরের বিচি রেখে দিন। (মাদানী অসিয়ত নামা, ৫ পৃষ্ঠা)

❋ যদি কোন ইসলামী বোন ঋতুবর্তি হয় বা গর্ভবতী হয়, তবে তারা মৃতকে দেখতে পারবে, এতে কোন অসুবিধা নেই।

(দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

❋ কাফনের কাপড় সেলাই মেশিনে বা হাত দিয়ে সেলাই করতে পারবে। (দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

আত্তারের দোয়া

হে মুস্তফার প্রতিপালক! কাফন দাফন মজলিশের আমার যে মাদানী ছেলে ও মাদানী কন্যা এক মাসে কমপক্ষে **১২**টি মৃতের গোসল দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে, তাকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুপারিশ নসীব করো, যতদিন জীবিত থাকবে যেন নেকী করতে থাকে, সুন্নাতের উপর যেনো আমল করতে থাকে, নবী প্রেম যেন সময় অতিবাহিত করে। **হে আল্লাহ পাক!** তাকে বারবার হজ্ব করার তৌফিক দাও, বারংবার প্রিয় মদীনা দেখাও। **হে বিশ্ব প্রতিপালক!** মন্দ মৃত্যু হতে বাঁচাও। **হে আল্লাহ পাক!** জান্নাতুল ফিরদৌসে আপন **প্রিয় হাবীব হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

কাফন ও দাফন সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

(দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত প্রদত্ত)

প্রশ্নঃ যদি মৃত ব্যক্তির শরীরে কোন দূর্ঘটনার কারণে ছিদ্র হয়ে যায়, তবে তাতে সেলাই করা কেমন?

উত্তরঃ মৃত্যুর পরে সেলাই করার অনুমতি নেই, কেননা তা মৃত ব্যক্তিকে অযথা কষ্ট দেয়া, তবে হ্যাঁ! ছিদ্রের রুই বা কটন গুঁজে দিতে পারেন, যেমনিভাবে নাক ও কানের ছিদ্রতে গুঁজে দেয়ার হুকুম রয়েছে।

প্রশ্নঃ যদি হাসপাতাল হতে লাশ এই অবস্থায় আসে যে, ব্যান্ডেজ বাঁধা রয়েছে, তবে কি ব্যান্ডেজ খুলে পানি পৌঁছাতে হবে?

উত্তরঃ কিছু ব্যান্ডেজ শরীরের সাথে এমনভাবে লেগে থাকে যে, তা তুলতে গেলে শরীর বা লোম ছিঁড়ে যাওয়াতে মৃতের কষ্ট হবে, সুতরাং এরূপ ব্যান্ডেজ যদি কুসুম গরম পানি ঢেলে সহজে খোলা সম্ভব হলে, তবে খুলে ফেলুন অন্যথায় রেখে দিন এবং কিছু ব্যান্ডেজ শরীরের সাথে লেগে থাকেনা, এরূপ ব্যান্ডেজ মৃত ব্যক্তিকে কষ্ট না দিয়ে তুলে ফেলা যায়।

প্রশ্নঃ পোষ্ট মর্টেম (post mortem) করা লাশের বুক হতে নাভী পর্যন্ত সেলাইয়ের উপর প্লাষ্টিক আবরন লেগে থাকে, তা কি তুলে ফেলা আবশ্যক?

উত্তরঃ এই প্লাষ্টিক আবরণ সাধারণত শরীরের সাথে লেগে থাকে, যা তোলা মৃত ব্যক্তির জন্য কষ্টের কারণ, সুতরাং এরূপ আবরণও যদি কুসুম গরম পানি ঢেলে সহজে তোলা যায় তবে তুলে নেবে, অন্যথায় রেখে দিবে।

প্রশ্নঃ মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে যদি রক্ত বের হতে থাকে তবে কি বেশি করে ব্যান্ডেজ করা যেতে পারে বা প্লাষ্টিক প্যাকিং করানোর অনুমতি আছে কী?

উত্তরঃ প্লাষ্টিক প্যাকিং করার পরিবর্তে ব্যান্ডেজ করুন।

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ মৃত ব্যাক্তিকে ইস্তিঞ্জা করানোর জন্য প্লাষ্টিকের হাত মোজা (Hand Gloves) ব্যবহার করা যাবে কী?

উত্তরঃ ব্যবহার করা যাবে।

প্রশ্নঃ যদি গোসলের পরও মৃতের মুখ খোলা থাকে, তবে কি মাথা হতে চিবুক পর্যন্ত ব্যান্ডেজ বাঁধা যাবে?

উত্তরঃ বাঁধা যাবে।

প্রশ্নঃ যদি আগুনে পোঁড়া বা ডুবার কারণে মৃতের শরীর এমনভাবে গলে যায় যে, হাত লাগালে চামড়া উঠে যাবে বা মাংস ঝড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে এমন পরিস্থিতিতেও কি তাকে গোসল দিতে হবে?

উত্তরঃ যদি মৃতের শরীর এমনভাবে গলে যায় যে, হাত লাগালে চামড়া উঠে যাবে বা মাংস খসে পরবে তবুও তাকে গোসল দিতে হবে এবং গোসল দেয়ার পদ্ধতি হলো যে, তার উপর হাত দেয়া ব্যতীত পানি ঢেলে দিবে।

প্রশ্নঃ ডায়াবেটিকের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষতস্থানে যেসকল পোকা ভেতরে চলে গেছে, তা পরিষ্কার করা কি আবশ্যক?

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে কষ্ট না দিয়ে যতটুকু সম্ভব পরিষ্কার করে দিন।

প্রশ্নঃ যদি জানাযার নামায দেরিতে হয়, তবে গোসল কখন দেয়া উচিৎ, ইন্তিকালের পরপরই নাকি জানাযার নামাযের কিছুক্ষন পূর্বে?

উত্তরঃ ইন্তিকালের পরপরই।

প্রশ্নঃ কবরের দেয়ালে আঙ্গুলের ইশারায় লেখা যাবে কি?

উত্তরঃ লেখা যাবে।

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ যদি দাফন করার সময় মাগরিবের আযান হয়ে যায় বা অন্যান্য নামাযের জামাআতের সময় হয়ে যায়, তখন কি দাফন করবে নাকি জামাআতের সহিত নামায পড়ে নিবে?

উত্তরঃ দাফনের জন্য যতোজন প্রয়োজন তারা থাকবে বাকিরা জামাআতের সহিত নামায আদায় করে নিবে।

প্রশ্নঃ মৃতের পায়ে অধিক ময়লা লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করা আবশ্যক নাকি পানি পৌঁছালেই হবে?

উত্তরঃ ফরয গোসল আদায় করার জন্য পানি পৌঁছানো যথেষ্ট, তবে ময়লা পরিষ্কার করার জন্য সাবান ব্যবহার করা জায়িয।

প্রশ্নঃ মসজিদ হতে জানাযার ঘোষণা করা কেমন?

উত্তরঃ জায়িয।

প্রশ্নঃ আমাদের এখানে যখন কেউ মৃত্যুবরণ করে, তখন জানাযার নামাযের পর হিলা করানো হয়ে থাকে, যার পদ্ধতি হলো যে, ইমাম সাহেব জানাযার নামাযের পর মুক্তাদীদের সাথে নিয়ে বৃত্ত করে দাড়িয়ে যান এবং কোরআনে করীম নিয়ে তার নিচে কিছু টাকা রেখে তা একে সবার হাতে দিয়ে মালিক বানাতে থাকেন আর যখন ইমাম সাহেবের নিকট পুনরায় ফিরে আসে, তখন ইমাম সাহেব দোয়া করে থাকেন, প্রত্যেককে মালিক বানানোর এই কাজ কয়েকবারই করে থাকে এবং প্রতিবারই ইমাম সাহেব দোয়া করে থাকেন, এ ধরনের হিলা জায়িয আছে কি? এবং এধরনের হিলার কারণে মৃতের কোন উপকার হয় কি, হয়না? অথচ মৃতব্যক্তির নামায ও রোযার কোনো হিসাব করা হয়নি, বিস্তারিত বর্ণনা করুন?

www.dawateislami.net

উত্তরঃ ইসকাত হিলার এই পদ্ধতি পরিপূর্ণ সঠিক নয়, তবে এতে যে টাকা ফকিরকে দেয়া হচ্ছে সেই অনুপাতে মৃতের রোযা এবং নামাযের ফিদিয়া হয়ে যাবে, ইসকাত হিলার সঠিক পদ্ধতি হলো যে, মৃতের সারা জীবনের অনাদায়কৃত রোযা ও নামাযের হিসাব করবে, অতঃপর যদি মৃত ব্যক্তি ওসীয়ত করে, তবে তার সমস্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে এবং যদি ওসীয়ত না করে তবে তার নিকট থেকে কিছু সম্পদ দিয়ে বা ঋণ নিয়ে ফিদিয়া দিতে হবে আর যদি সম্পদ কম হয় এবং ফিদিয়া বেশি হয়, তবে আদান প্রদানের পদ্ধতি অবলম্বন করাও জায়িয, ফুকাহায়ে কিরামগণ এর বৈধতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তবে এতে এই বিষয়টির প্রতি সজাগ থাকা উচিত যে, বৃত্তের মধ্যে দাঁড়ানো ব্যক্তিরা যেনো শরয়ী ফকির হয়, কোন ধনী ব্যক্তি যেনো এখানে না দাঁড়ায়, যদি কোন ধনী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যায় তবে তার নিকট যাওয়া পরিমাণ অর্থের ফিদিয়া আদায় হবেনা। প্রত্যেক শরয়ী ফকির এই অর্থের মালিক হয়ে নিজের পক্ষ থেকে মৃতের নামায রোযার ফিদিয়ার নিয়্যতে অপরকে দিতে থাকবে, এভাবে আদান প্রদান করতে থাকবে, এক পর্যায়ে মৃতের অনাদায়কৃত সমস্ত নামায রোযার ফিদিয়া আদায় হয়ে যাবে। অর্থের সাথে যদি কোরআনে পাকও থাকে তবে কোরআন মাজীদের পরিবর্তে শুধুমাত্র ততটুকু ফিদিয়া আদায় হবে, যতটুকু কোরআনে পাকের মূল্য, এটা মনে করা যে, কোরআনে পাক দ্বারা সমস্ত ফিদিয়া আদায় হয়ে যাবে, এটা ভিত্তিহীন।[১]

প্রশ্নঃ বোমা ইত্যাদির আঘাতে অনেক সময় লাশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং তার শরীর টুকরো টুকরো হয়ে যায়, এর ব্যাপারে বিধান কি?

(১) ফিদিয়া সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য ..... পৃষ্ঠা দেখুন।

www.dawateislami.net

উত্তরঃ কোন মুসলমানের অর্ধেকের বেশি অংশ পাওয়া গেলে তবে তাকে গোসল ও কাফন দিতে হবে এবং জানাযার নামায পড়তে হবে আর নামাযের পর যদি অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় তবে ২য় বার নামায পড়তে হবে না এবং অর্ধাংশ পাওয়া গেলে তবে যদি এতে মাথাও থাকে, তবুও একই হুকুম আর যদি মাথা না হয় বা দৈর্ঘ্যে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ডান বা বামের একটি অংশ পাওয়া যায়, তবে এই উভয় অবস্থাতেই গোসলও দিতে হবে না, কাফনও দিতে হবে না, নামাযও পড়তে হবে না বরং একটি কাপড় পেঁচিয়ে দাফন করে দিবে।

(রদ্দুল মুখতার সম্বলিত দূররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালতিল জানাইয, ৩/১০৭)

প্রশ্নঃ মৃতকে একেবারে উলঙ্গ করে গোসল দেয়া শরয়ীভাবে জায়িয আছে কি নেই?

উত্তরঃ না জায়িয, কেননা মুসলমানের সম্মান জীবিত বা মৃত, উভয় অবস্থাতেই একই।

প্রশ্নঃ মৃতের আত্মীয়-স্বজন অন্য দেশে থাকাবস্থায় তার জন্য দাফনে দেরী করা যাবে কী?

উত্তরঃ হাদীসে পাকে রয়েছে যে, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মারা যায়, তবে তাকে আটকে রেখো না এবং তাকে কবরের দিকে দ্রুত নিয়ে যাও। (মিশকাত, কিতাবুল জানাইয, বাবু দাফনিল মাইয়্যাত, ২/৩২৫, হাদীস নং- ১৭১৭) যে আত্মীয় আসতে অনেক বেশি সময় লাগবে তবে এমতাবস্থায় তার জন্য অপেক্ষা করে মৃত ব্যক্তির দাফনে বিলম্ব করার কখনোই অনুমতি নেই।

প্রশ্নঃ কবরকে পাকা করা কেমন?

উত্তরঃ কবর উপরে পাকা করা জায়িয, কিন্তু উত্তম হলো যে, উপরেও পাকা না করা আর বিনা প্রয়োজনে ভেতরে পাকা করা নিষেধ এবং

www.dawateislami.net

মাকরূহ, মনে রাখবেন! আসলে কবর হলো মাটির ঐ অংশ যার সাথে মৃত ব্যক্তি জুড়ে থাকে, তাই এর আশেপাশের কোন অংশই বিনা প্রয়োজনে পাকা করা নিষেধ এবং মাকরূহ, তবে প্রয়োজনে কবরের ভেতরের অংশও পাকা করার অনুমতি রয়েছে।

প্রশ্নঃ কিছু কিছু এলাকা এমনও রয়েছে যে, যখন সেখানে কবর খনন করা হয়, তখন পানির স্তর উপরে হওয়ার কারণে কবরে সামান্য পানি চলে আসে, এতো পানি আসে যে, মৃতের পিঠ ভিজে যেতে পারে। ঐসমস্ত এলাকায় মাটির উপর দেয়াল দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে কি দাফন করা যাবে?

উত্তরঃ মৃতকে মাটিতে রেখে তার চারিদিকে দেয়াল করে দেয়া শরয়ী ভাবে জায়িয নেই, যথাসম্ভব মৃতকে মাটির ভেতরেই দাফন করা ফরযে কিফায়া। সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী কবর খনন করে মৃত ব্যক্তিকে কাঠ বা লোহার বক্সে রেখে কবরের মধ্যে রেখে দিন।

প্রশ্নঃ সাধারণের কবরে নাম ফলক লাগানোর বিধান কি?

উত্তরঃ কবরের পরিচিতির জন্য নাম ফলক লাগানো জায়িয, কিন্তু এতে কোরআনের আয়াত ও পবিত্র নাম সমূহ যেনো লিখা না হয়, কেননা সাধারণত কবরস্থানে এর বেআদবি হয়ে থাকে।

প্রশ্নঃ আমাদের এলাকায় এই প্রথা প্রচলিত আছে যে, যখন কেউ মারা যায়, তখন দাফনের পর কিছুদিন পর্যন্ত তার কবরে ফুল রাখা হয়, অনুরূপভাবে শবে বরাত এবং ঈদের সময়েও কবরে তাজা ফুল এবং পাঁপড়ি রাখা হয়, কবরের উপর ফুল রাখা কি জায়িয? আর এতে কি কোন উপকারিতা আছে নাকি নেই?

www.dawateislami.net

উত্তরঃ কবরে ফুল রাখা জায়িয ও মুস্তাহাব, যতক্ষন পর্যন্ত ফুল সতেজ থাকে, মৃতব্যক্তি প্রশান্তি লাভ করে, এই বিষয়টি হাদীসে পাক দ্বারা প্রমানিত। যেমন-

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হতে বর্ণিত, **নবী করীম, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মক্কা বা মদীনার কোন একটি বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন দুইজন ব্যক্তির আওয়াজ শুনলেন যে, তাদের উপর কবরে আযাব হচ্ছিল, **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এই দু'জনের উপর আযাব হচ্ছে এবং বড় কোন বিষয়ে আযাব হচ্ছে না, যা থেকে বেঁচে থাকা দুস্কর, অতঃপর ইরশাদ করলেন: তাদের মধ্যে একজন তো তার প্রস্রাব থেকে বাঁচতোনা এবং অপরজন চুগলখোরি করতো, অতঃপর খেঁজুরের একটি সতেজ ডাল আনালেন, তা দু'টুকরো করলেন আর উভয় কবরে একটি করে রেখে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরূপ কেন করলেন? ইরশাদ করলেন: যতক্ষন পর্যন্ত এই ডাল দু'টি শুকাবেনা ততক্ষন পর্যন্ত এদের দু'জনের আযাব কম হতে থাকবে। **(বুখারী, কিতাবুল ওযু, ১/৯৫, হাদীস নং-২১৬)**

মিরকাতে রয়েছে যে, মানুষের মাঝে প্রচলিত যে, সুগন্ধযুক্ত ফুল এবং খেঁজুরের ডাল কবরের উপর রাখে, তা এই হাদীসের আলোকে সুন্নাত। **(মিরকাতুল মাফাতিহ, ২/৫৩)**

প্রশ্নঃ যদি মহিলা মারা যায়, তবে তার কাফনে সেলোয়ার পড়ানো সঠিক কি না?

উত্তরঃ মহিলাদের সুন্নাত কাফনের মধ্যে পাঁচটি কাপড় রয়েছে। লিফাফাহ, ইযার, কামিস, ওড়না এবং সীনাবন্দ (বক্ষবন্ধনি)। মহিলাদের কাফনে সেলোয়ার পড়ানো সুন্নাত নয় এবং এর কোন প্রয়োজনও নেই।

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ মৃতের ঘরে মৃত্যুর দিন দূর দুরান্ত থেকে যে আত্মীয় স্বজন আসে, তাদের খাবার ও রাতে থাকার ব্যবস্থা করা শরয়ীভাবে কেমন? যদি খাবারের ব্যবস্থা করা না হয় তবে অধিকাংশ গ্রামে হোটেল ইত্যাদিও থাকেনা যে, মেহমানরা নিজেরা কিনে খেয়ে নিবে অথবা নিজেরাই কোন ব্যবস্থা করতে পারে, এমতাবস্থায় কি করা উচিৎ?

উত্তরঃ আত্মীয় স্বজন বা প্রতিবেশিরা মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য প্রথমদিন এতটুকু খাবার পাঠানো যে, যেনো তারা দুই বেলা খেতে পারে, এটা সুন্নাত বরং জোড় করে তাদের খাওয়ানো উচিৎ। অনুরূপভাবে দূর দুরান্ত থেকে আগমনকারী যারা মৃত ব্যক্তির পরিবার বর্গের আত্মীয় স্বজন তারাও এই খাবার খেতে পারবে। তাছাড়া অন্যান্য যারা অতি আগ্রহে এখানে পরে থাকে, তাদের জন্য মৃতের পরিবারের পানাহারের ব্যবস্থায় লিপ্ত হওয়া মৃতের দাওয়াতের অন্তর্ভূক্ত মন্দ প্রথা। যদি মৃতের পরিবারের কেউ নিজের ব্যক্তিগত পক্ষ থেকেও করে তবুও নিষেধ এবং পরিত্যক্ত সম্পদ থেকেও করা নিষেধ বরং পরিত্যক্ত সম্পদের অংশীদার যদি অপ্রাপ্ত বয়স্কও থাকে আর তার অংশ থেকে করা তো আরো কঠিনতর হারাম।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৬৬৬)

প্রশ্নঃ যদি দু'জন ব্যক্তি কোন দুনিয়াবী বিষয়ে ঝগড়ার কারণে অসন্তুষ্ট হয়, এমতাবস্থায় তাদের মধ্য থেকে কোন একজন মৃত্যুবরন করে, তবে দুনিয়াবী ঝগড়ার কারণে জীবিত ব্যক্তির জন্য মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায না পড়ার হুকুম কি?

উত্তরঃ যে শরীয়াতের কোন কারণ ছাড়া তিন দিনের অধিক মুসলমান ভাইয়ের সাথে অসন্তুষ্ট থাকে, তবে সে ফাসিক। হাদীসে মুবারাকায় এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের যে হক সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, এর

www.dawateislami.net

মধ্যে একটি হলো তার জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করা। সুতরাং যে তার মুসলমান ভাইয়ের জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করতে পারে, তবে তা যেনো বিনা কারণে বর্জন না করে এবং দুনিয়াবী ঝগড়ার কারণে মুসলমান ভাইয়ের জানাযার নামায বর্জন করা কখনোই উচিৎ নয়।

প্রশ্নঃ গোসল দেওয়ার সময় মৃত ব্যক্তির মুখের নকল দাঁত, স্বর্নের দাঁত, নকল চোখ বা লেন্স ইত্যাদি দেখা গেলে এর বিধান কি?

উত্তরঃ এর পদ্ধতি হলো যে, এরূপ কৃত্রিম জিনিস যদি সহজে আলাদা করা যায়, যাতে মৃতের কষ্ট না হয়, তবে খুলে নেয়ার অনুমতি আছে এবং যদি মৃতের কষ্ট হয় তবে অনুমতি নেই।

প্রশ্নঃ অনেক সময় যখন নতুন কবর খনন করা হয় তখন হাঁড়গোড় বের হয়ে আসে, এরূপ পরিস্থিতিতে কি করা যায়?

উত্তরঃ কোন জায়গায় মৃতকে দাফন করা সম্পর্কে জানা থাকলে যদিওবা অনেক বছর অতিবাহিত হয়ে যায় সেই জায়গা খনন করে অপর মৃতকে দাফন করা নাজায়িয ও হারাম এবং জানা ছিলো না আর খনন করার সময় হাঁড়গোড় পাওয়া গেলো তখন তা আবারো দাফন করে দিবে এবং অন্য কোনো নতুন করে কবর খনন করতে হবে।

প্রশ্নঃ কখনো এমনও হয় যে, বৃষ্টির কারণে কবরে ফাটল দেখা দেয়, তখন লোকেরা উঁকি মেরে দেখে, এরূপ করা কেমন?

উত্তরঃ এখানে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিৎ যে, যখন মৃতকে কবরে রেখে **আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা**র নিকট সমর্পন করে দেয়া হয়, তখন থেকেই আলমে বরযখের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায় এবং এখন তা **আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা** ও মৃতের মাঝখানে গোপন বিষয় হয়ে থাকে,

www.dawateislami.net

সুতরাং এখন আর কারো এর প্রতি আগ্রহান্বিত হওয়ার চেষ্টা করা বা কবরে উঁকি মেরে দেখার অনুমতি নেই।

প্রশ্নঃ যে শিশু জীবিত জন্ম গ্রহণের পর মারা যায় এবং তার নাম রাখা হয়নি, তবে কি পরে তার নাম রাখা আবশ্যক নাকি আবশ্যক নয়? এ ব্যাপারে বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ যে শিশু জীবিত জন্ম গ্রহণ করে মারা গেছে, তার জানাযাও হবে, কাফন দাফনও হবে এবং তার নামও রাখতে হবে, অনুরূপভাবে যে শিশু জীবিত জন্ম গ্রহণ করেনি, তারও নাম রাখতে হবে, যদি সেই সময় তাড়াতাড়ি বা বেদনার কারণে নাম রাখার কথা ভূলে যায় এবং দাফন করে দেয়, তবে পরেও তার নাম রাখতে পারবে।

প্রশ্নঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসলের সময় ইস্তিঞ্জার জন্য থলে ব্যবহার করা যাবে কি?

উত্তরঃ সাধারণত মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার সময় ইস্তিঞ্জার জন্য ব্যবহৃত কাপড় থলের মতো হয়ে থাকে, যাতে হাত ঢুকিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ কিছু কিছু এলাকায় বর্তমানে প্রায় কবরের ভিতরে সিমেন্টের তৈরি ব্লক লাগানো হয়ে থাকে এবং উপর থেকে বন্ধ করার জন্যও সিমেন্টের তৈরী স্লেপ লাগানো হয়, এভাবে দাফন করা কি সঠিক?

উত্তরঃ সিমেন্ট যেহেতু পুড়িয়ে বানানো হয়, সুতরাং সিমেন্টের তৈরী ব্লক বা আগুনের তৈরী ইট কবরের ভেতরে না লাগানোই উত্তম আর যদি কবরের মাটি ধসে যাওয়ার আশংকা থাকে, তবে সেই ইট বা ব্লক লাগানোর পর এর উপর মাটির প্রলেপ লাগিয়ে দিন, অনুরূপভাবে সিমেন্টের স্লেপের ভেতরের অংশেও মাটির প্রলেপ লাগিয়ে দিন, যেনো

www.dawateislami.net

মৃতের চারিদিকে মাটিই হয়, যদি কেউ এরূপ নাও করে তবুও গুনাহগার হবেনা।

প্রশ্নঃ মাকরূহ সময়েও কি জানাযার নামায পড়া যাবে?

উত্তরঃ যদি মাকরূহ সময়ে লাশ নিয়ে আসে, তবে এমতাবস্থায় জানাযার নামায মাকরূহ সময়েও আদায় করা যেতে পারে এবং যদি লাশ প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিলো আর মাকরূহ সময় শুরু হয়ে গেলো তবে এখন মাকরূহ সময়ের মধ্যে জানাযার নামায আদায় করার অনুমতি নেই।

প্রশ্নঃ যখন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিয়ে দেয়া হয় এবং এখনো কাফন পরিধান করানো হয়নি, এখন এক আত্মীয় ইচ্ছা পোষন করলো যে, আমিও গোসল করানোর কাজে অংশগ্রহণ করবো, তবে কি সে গোসলে অন্তর্ভূক্ত (আবারো পানি প্রবাহিত করতে) হতে পারবে, এ ব্যাপারে বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির গোসলের সময় নেককার ব্যক্তিরাই অংশগ্রহণ করবে এবং যতজন ব্যক্তির প্রয়োজন শুধু তারাই মৃতের পাশে থাকবে এবং যখন গোসল দিয়ে দেয়া হয়, তখন আর কারো অংশগ্রহণের (পানি প্রবাহিত করার) অনুমতি নেই।

প্রশ্নঃ যদি কোন মৃত ব্যক্তির সতরের স্থানে ক্ষত থাকে, তবে কি তার সতরের স্থান দেখার অনুমতি আছে? যাতে সাবধানতার সহিত গোসল দেয়া যায়?

উত্তরঃ গোসল দেয়ার জন্য এরূপ ক্ষত দেখার অনুমতি নেই, হ্যাঁ! তবে পানি দেয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করবে এবং হাত বুলাবেনা।

প্রশ্নঃ যখন কবরে আযান দেয়া হয়, তখন লোকজনকে বলা হয় যে, আপনারা এখান থেকে চলে যান। এখন এখানে থাকার কারো অনুমতি

www.dawateislami.net

নেই, এ ব্যাপারে নির্দেশনা দিন যে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে এরূপ করাটা কেমন?

উত্তরঃ কবরে আযান দেয়ার উদ্দেশ্য হলো শয়তানকে তাড়ানো এবং রেওয়ায়াতে রয়েছে যে, যখন দাফন করে লোকজন চল্লিশ কদম দূরে চলে যায় তখন মুনকার নকিরের আগমন ঘটে। তাই অবশিষ্ট লোকজনকে চলে যেতে বলা হয়, যখন সবাই চলে যায় তখন আযান দেয়া হয়। কিন্তু যদি কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তখন আযান দেয়া হয় তবে এতে শরয়ী কোন বাঁধা নেই।

প্রশ্নঃ অনেক ইসলামী ভাই দাফনের পূর্বে কবরে নেমে সূরা মূলক তিলাওয়াত করে থাকে, এরূপ করাট কেমন?

উত্তরঃ কবরে নেমে মৃত ব্যক্তির কল্যানের জন্য যদি কোরআন পাকের তিলাওয়াত করা হয় তবে তা জায়িয, এতে কোন ক্ষতি নেই, তবে এই কথা মনে রাখতে হবে যে, যদি দাফনের জন্য মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হয় তখন মৃত ব্যক্তিকে থামিয়ে রেখে কবরে নেমে কোরআন তিলাওয়াত করার পরিবর্তে মৃত ব্যক্তি আসার পূর্বেই তিলাওয়াত করে নিন।

প্রশ্নঃ অনেক সময় অতি বৃষ্টি এবং পানি জমে যাওয়ার কারণে কোন কোন কবরের এক পাশ ঝুকে যায় বরং কিছু কবর ধসে যাওয়ারও সম্ভাবনা দেখা দেয়, এগুলো পুনরায় ঠিক করার ব্যাপারে মাদানী ফুল বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ এই অবস্থায় কবর খোলার অনুমতি নেই বরং বাইরে থেকেই যেকোন উপায়ে ঠিক করার চেষ্টা করুন। অনুরূপভাবে যদি স্লেপ পরে যায় তবে এরূপ পরিস্থিতিতে একটি কাপড় উপরে ঝুলিয়ে দিয়ে কোন নেককার, সৎ, খোদাভীরু ব্যক্তিকে বলবে যে, তিনি যেনো কবরের

www.dawateislami.net

ভেতরে উঁকি না দিয়ে শুধু হাত দ্বারা স্লেপ ঠিক করে দেয়, অতঃপর অপর স্লেপটি দিয়ে দ্রুত ঢেকে দিবে। এমতাবস্থায় কবরে উঁকি দেয়া জায়িয নেই।

প্রশ্নঃ মহিলাদের কবরস্থানে ফাতিহা পাঠ করার জন্য যাওয়া কেমন?

উত্তরঃ মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়া নিষেধ, রবং আউলিয়ায়ে কিরামের মাযারে যাওয়াও নিষেধ, শুধুমাত্র **নবীয়ে পাক, সাহেবে লাওলাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র রাওযা মোবারকে মহিলাদের উপস্থিত হওয়ার অনুমতি রয়েছে, (বরং তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও ওয়াজিবের নিকটবর্তী) এছাড়া কোন মাযার বা কবরস্থানে ফাতিহা পাঠের জন্য মহিলাদের যাওয়া নিষেধ, অনুমতি নেই, ঘরে বসেই ফাতিহা পাঠ করে ইছালে সাওয়াব করে দিন।

প্রশ্নঃ অনেক সময় মৃত ব্যক্তিকে বাধ্য হয়ে আমানত স্বরূপ দাফন করে দেয়া হয়, এর বিধান কি?

উত্তরঃ আমানত স্বরূপ দাফন করা যে, পরে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করে দেয়া হবে, ইসলামে এর অনুমতি নেই। যেখানে দাফন করা হয়েছে সেখানেই রেখে দিন, সেখান থেকে বের করে অন্য কোন জায়গায় স্থানান্তর করা হারাম।

কাফন ও দাফন মজলিশের পরিচিতি

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী ৭৯**টির অধিক বিভাগ ও মজলিশ প্রতিষ্ঠা করে নেকীর দাওয়াত ও সুন্নাত জীবিত করার মধ্যে ব্যস্ত হয়েছে, যা মাদানী মারকায কতৃর্ক প্রদত্ত পদ্ধতি অনুযায়ী ভরপুর নেকীর দা'ওয়াত এবং সুন্নাতের পুনরুজ্জীবনে সচেষ্ট। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে **"কাফন ও দাফন মজলিশ"**, যা আশিকানে রাসূলের কাফন-

www.dawateislami.net

দাফনের ধাপসমূহ সুন্নাত ও শরীয়াত অনুযায়ী সম্পন্ন করা এবং এক্ষেত্রে শরীয়াত পরিপন্থী এবং কুসংস্কারকে দূরীভূত করতে ইচ্ছুক এবং মূলত এই দুইটি কাজে সচেষ্ট রয়েছে:

(১) আশিকানে রাসূলকে কাফন-দাফন শিখানো এবং

(২) আশিকানে রাসূলের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা।

আশিকানে রাসূলকে কাফন-দাফন শিখানোর জন্য মজলিশের পক্ষ থেকে এই পর্যন্ত অসংখ্য তরবিয়্যতী ইজতিমা এবং মাদানী চ্যানেলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে, যেখানে শুধুমাত্র মৌখিক নয় বরং ব্যবহারিকভাবে শিখানো হয়েছে। অনুরূপভাবে মাদানী মুযাকারা, দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের অনুষ্ঠান, মজলিশের পক্ষ থেকে কাফন-দাফনের বিশদ বর্ণনা এবং মাসয়ালা সম্বলিত ভিডিও, আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকাযে অনুষ্ঠিত ফরয ইলম কোর্সের ভিডিও এবং "ফয়যানে ফরয ইলম কোর্স" নামক মেমোরী কার্ডের মাধ্যমেও প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া এক অপূর্ব এবং যুগোপযোগী কৃতিত্ব হচ্ছে যে, মজলিশের পক্ষ থেকে একটি মোবাইল এ্যপলিক্যাশন তৈরি করা হয়েছে, যার নাম হচ্ছে: Muslim Funeral (Kafan Dafan) app. যাতে কাফন-দাফনের বিস্তারিত পদ্ধতির পাশাপাশি মৃতের গোসল এবং কাফন পরিধান করার Animated ব্যবহারিক পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। অতঃপর মজলিশের পক্ষ থেকে একটি ওয়েবসাইট: tajheezotakfeen.dawateislami.net)ও বানানো হয়েছে, যেখানে এই বিভাগ সম্পর্কীত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট যিম্মাদারদের মোবাইল নম্বর (Contect Numbers) সংগ্রহ করা যেতে পারে। তাছাড়াও মজলিশের পক্ষ থেকে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে আর তা হলো "কাফন-দাফন কার্ড", যা পকেটেও রাখা

www.dawateislami.net

যাবে, যাতে বিশেষ করে মৃতের গোসল প্রদানকারী ও কারীনিদের জন্য কাফন ও দাফনের বিভিন্ন ধাপসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের উচিৎ, এই কার্ডটি নিজের কাছে রাখা এবং সময় ও সুযোগ মতো বন্টন করা।

শিখা এবং শিখানোর এই ধারাবাহিকতাকে প্রসার করার জন্য এবং অধিকহারে ইসলামী ভাইদের উপকৃত করার উদ্দেশ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অন্যান্য শাখা যেমন: জামেয়াতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা, তাছাড়া মাদানী তরবিয়্যতী কোর্স, ১২ মাদানী কাজ কোর্স, নামায কোর্সের ইসলামী ভাইয়েরা এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইমামগণ, মুবাল্লিগগণ, তাছাড়া গোসল প্রদানকারীগণ এবং কবর খননকারীদেরও কাফন-দাফন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে আর এ পর্যন্ত তাদের মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনেক ইসলামী ভাইয়েরা তাদের অভিমতও প্রকাশ করেছে, যেমনটি একজন গোসল প্রদানকারীর বর্ণনা হচ্ছে যে, **"দা'ওয়াতে ইসলামী**র তরবিয়্যতী ইজতিমার বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার অনেক সংশোধন হয়েছে।" অনুরূপভাবে এক ইসলামী ভাই আবেগাপ্লুত হয়ে কেঁদে কেঁদে বললো: "আফসোস! এই তরবিয়্যত (প্রশিক্ষণ) যদি আমি আরো আগে পেতাম।"

ইসলামী ভাইদের ন্যায় ইসলামী বোনদের মাঝেও কাফন-দাফন প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা রয়েছে, যেখানে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগা এবং যিম্মাদার ইসলামী বোনেরা প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে, দেশজুড়ে মাদরাসাতুল মদীনা (মহিলা শাখা) এবং জামেয়াতুল মদীনা (মহিলা শাখা)সহ তাদেরও অসংখ্য তরবিয়্যতী ইজতিমা হয়েছে আর প্রশিক্ষণ

www.dawateislami.net

পেয়ে ইসলামী বোনেরা কাফন-দাফনের কাজে রত রয়েছে এবং এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه মজলিশের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইসলামী ভাইদের পরীক্ষার (Test) ব্যবস্থাও হয়ে থাকে, যেখানে মৃতের গোসল, কাফন এবং দাফনের পদ্ধতি, জানাযা নামাযের ইমামতি ও ফাতিহার পদ্ধতি অন্তর্ভূক্ত। অনুরূপভাবে ইসলামী বোনদেরও পরীক্ষার (Test) ব্যবস্থা রয়েছে আর বর্তমানে অসংখ্য ইসলামী বোন ও ইসলামী ভাই পরীক্ষা দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের দেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশেও কাফন-দাফন এবং এর প্রশিক্ষণ ধারাবাহিকতা রয়েছে, বরং অনেক দেশে মজলিশও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাফন-দাফনের মজলিশের লক্ষ্য রয়েছে যে, সারা বিশ্বে এই বিভাগের সংশ্লিষ্ট যিম্মাদার নিয়োগ করা, শুধু আমাদের দেশেই ১৫০০০ যিম্মাদার নিয়োগের লক্ষ্য রয়েছে, যা পূরণে মজলিশ তৎপর রয়েছে। যেসব স্থানে প্রশিক্ষণ এবং পরীক্ষার (Test) পর ইসলামী ভাইদের নিয়োগ দেয়া হয়ে গেছে, সেখানে মজলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দৃশ্যমান স্থানে ব্যানার লাগানোরও ব্যবস্থা করা হয়, যেনো কাফন-দাফনের জন্য ইসলামী ভাইয়েরা সহজেই যোগাযোগ করতে পারে, এই ব্যানারগুলোতে যিম্মাদারদের সাথে যোগাযোগের নাম্বারও দেয়া থাকে। (অনুরূপভাবে ইসলামী বোনদের সাথে যোগাযোগের জন্য তাদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় "মৃতের গোসল প্রদানকারী যিম্মাদার" এবং তার যোগাযোগের নাম্বার ঘোষণার ব্যবস্থা রয়েছে, তাছাড়া তার মাহারিমের যোগাযোগের নাম্বার দাফন-কাফন মজলিশের ওয়েব সাইট থেকেও সংগ্রহ করা যাবে।)

www.dawateislami.net

বিস্তারিত জানার জন্য (tajheezotakfeen.dawateislami.net) ভিজিট করুন এবং যেসব স্থানে যিম্মাদার নিয়োগ হয়ে গেছে, তাদের বিস্তারিত এবং যোগাযোগের নাম্বারসহ সংগ্রহ করুন। এছাড়াও এই ওয়েব সাইটে গিয়ে আপনি কি কি বিষয় জানতে পারবেন, আসুন এই ব্যাপারে কিছু বিস্তারিত বর্ণনা জেনে নিই:

মৃত ব্যক্তির মথার চুল ও নখ কাটা

মৃত ব্যক্তির দাড়ি বা চুল আঁচড়ানো অথবা নখ কাটা কিংবা শরীরের কোন অংশের পশম মুন্ডানো বা কাটা অথবা উপড়ে ফেলা নাজায়িয ও মাকরূহে তাহরীমী, বরং হুকুম এটাই, যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায় দাফন করে দেয়া, তবে হ্যাঁ, যদি নখ ভাঙ্গা থাকে, তবে নখ নেয়া যাবে আর যদি নখ বা চুল কেটে থাকে তাহলে তা কাফনের সাথে রেখে দিন। **(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১০৪)**

মৃত হিজড়াদের গোসল ও কাফনের পদ্ধতি

হিজড়া বা নপুংসকদেরকে (অর্থাৎ যার মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের আলামতই আছে এবং এটা প্রমাণিত নয় যে, সে পুরুষ নাকি মহিলা) মহিলাদের মতো ৫টি কাপড় দ্বারা কাফন দিবে, কিন্তু কুসুম বা জাফরানের রং করা এবং রেশমী কাফন তাকে দেয়া জায়িয নেই। **(আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৬১)**

ব্যবহৃত পানির গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা

যদি কোন ওযুহীন ব্যক্তির হাত বা আঙ্গুল কিংবা নখ অথবা শরীরের এমন কোন অঙ্গ যা ওযুতে ধৌত করতে হয়, ইচ্ছাকৃত ভাবে কিংবা অনিচ্ছায় দাহ দর দাহ (১০×১০) অর্থাৎ (225square feet)

www.dawateislami.net

হাউজের চেয়ে কম পানিতে ধৌত না করা অবস্থায় পড়ে যায়, তাহলে সেই পানি ওযু ও গোসলের উপযুক্ত রইল না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির জন্য গোসল করা ফরয, তার শরীরের কোন অধৌত অংশ যদি (225square feet) হাউজের চেয়ে কম পানিতে স্পর্শ হয়, তাহলে সেই পানি ওযু আর গোসলের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। যদি ধৌত করা হাত বা শরীরের কোন অংশ পড়ে যায়, তাহলে অসুবিধা নেই। (ব্যবহৃত পানি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৩৩৩ থেকে ৩৩৪ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।)

ব্যবহৃত পানিকে পুনরায় ব্যবহার উপযুগী করার দু'টি পদ্ধতি

(১) পানিতে অধৌত হাত পড়ে গেলো বা অন্য কোন উপায়ে ব্যবহৃত হয়ে গেলো আর চাচ্ছেন এ পানি পুনরায় ব্যবহার উপযুগী হয়ে যাক তবে যতটুকু ব্যবহৃত পানি রয়েছে এরচেয়ে বেশি অব্যবহৃত পানি এর সাথে মিশিয়ে নিন, সব পানি পুনরায় ব্যবহার উপযুগী হয়ে যাবে। যেমনিভাবে

(২) একটি পদ্ধতি এটাও রয়েছে যে, এর মধ্যে একদিক থেকে পানি ঢেলে দিন যে অন্যদিকে তা প্রবাহিত হয়, সব পানি পুনরায় ব্যবহার করা যাবে।

জনসাধারণের মধ্যে পাওয়া কিছু ভুল

❀ মৃতের নখ, চুল কাটা, ❀ মৃতের ব্যবহৃত কাপড় ফেলে দেয়া, ❀ মৃতের গোসলের আগে খাটকে অপ্রয়োজনে ধৌত করা, ❀ যে জায়গায় গোসল দেয়া হলো সেখানে ৪০ দিন পর্যন্ত আলো জ্বালানো, ❀ যে (ব্যক্তি) গোসলের খাট নিয়ে এসেছে সেই আবার নিয়ে যাবে নয়ত

www.dawateislami.net

বিপদ আসবে, ❀ মৃতের কাফনের কাপড় হিসাবে ধুতি অবশ্যই দেয়া, ❀ কবরের উপর আগরবাতি ভেঙ্গে ফেলে দেয়া, ❀ মৃতের গোসলে ব্যবহৃত সাবান পরে ব্যবহার করাকে নাজায়ে মনে করা, ❀ মৃতের কাপড় কবরস্থানে রেখে আসা এই কারণে যে, কখনো যেন মৃতের রুহ আমাদের ধরে না ফেলে, ❀ মৃতের গোসলের পানির গর্তের উপর দিয়ে চলাফেরা করা নাজায়েয মনে করা, ❀ বেশি বয়স্ক মহিলাকে তার স্বামীর জানাযার সাথে ৪০ কদম চলা এটা মনে করে যে, এরকম করার দ্বারা ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে, ❀ বাচ্চা মারা গেলে তাকে কবরস্থানের বাহিরে দাফন করাকে আবশ্যক মনে করা।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ۔ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

এর জন্য প্রস্তুতি নাও

হযরত সায়্যিদুনা বারা বিন আযিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হতে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমরা **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে একটি জানাযায় অংশগ্রহণ করলাম, তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কবরের পাড়ে বসলেন আর এতো বেশি কান্না করলেন যে, মাটি ভিজে গেলো। অতঃপর ইরশাদ করলেন: এর জন্য প্রস্তুতি নাও। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪/৪৬৬, হাদীস: ৪১৯৫)

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন এতো বেশি কান্না করতেন, (অশ্রু দ্বারা) তাঁর দাঁড়ি মোবারক ভিজে যেত। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন বললেন: আমার নিজের একাকীত্বের কথা স্মরণ হয়ে যায়, কেননা কবরে আমার সাথে মানুষের মধ্যে কেউই থাকবে না। (কাফন ও দাফনের পদ্ধতি, ১৩ পৃষ্ঠা)

কবর আখিরাতের ধাপ সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ধাপ, যদি এটা সহজ হয়ে যায় তবে পরবর্তী ধাপগুলো এর চেয়েও সহজ হবে আর যদি এ ধাপটি কঠিন হয়ে যায় তবে পরবর্তী ধাপগুলো এর চেয়েও অধিক কঠিন হয়ে যাবে। সুতরাং বুদ্ধিমান সেই, যে নিজের মৃত্যু ও কবরে প্রবেশ করাকে স্মরণ করে আর এখন থেকে এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪২৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net